ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৪০ ● কলকাতা ● ২৬ মাঘ, ১৪৩০ ● শনিবার ● ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

একই সিনেমায় টাবু-কারিনা-কৃতি শ্যানন — পৃঃ ৫

কোহলি-ব্যাডম্যানকে ছাড়িয়ে গেলেন উইলিয়ামসন — পৃঃ ৬

প্রকাশ্যে দুর্নীতি নিয়ে মুখ খুলেছেন দেব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নেতাদের দুর্নীতি নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলেছেন সাংসদ অভিনেতা দেব। স্বাভাবিক ভাবেই অস্বস্তি বেড়েছে শাসক দলের অন্দরে। দেব প্রকাশ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছেন দুর্নীতি করে পার পেয়ে যাচ্ছেন অনেকে। এই রাজনীতি তিনি করতে চান না। দেবের এই বক্তব্যের পরেই জল্পনা শুরু হয়ে গিয়ছে।দেবের বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগও উঠেছিল। কয়লাপাচারের টাকা দিয়ে তিনি ছবি তৈরি করছেন বলে অভিযোগ করেছিলেন বিজেপি নেতা হিরণ। এমনকী ইডি কয়লা পাচার কাণ্ডে দেবকে ডেকে জেরাও করেছিল কয়েকবার। তারপরে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা বলেন দেব। আগামীকাল বিকেল ৪টে নাগাদ অভিষেকের অফিস ক্যামাকস্ট্রিটে দেবকে বৈঠকে ডেকেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড। হঠাত করে দেবের এই রাজনীতি এবং দুর্নীতি নিয়ে মন্তব্যের জেরেই এই জরুরি বৈঠক বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে। দেবের বেশ কিছু মন্তব্য তৃণমূলে অস্বস্তি বাড়িয়েছে।

সূত্রের খবর দেবে দুর্নীতি নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা নিয়েই এই বৈঠক ডেকেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এমনই খবর পাওয়া যাচ্ছে। কারণ দেবের হঠাত করে এই দুর্নীতি নিয়ে মুখ খোলায় অস্বস্তিতে পড়েছে শাসকদল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

গতকাল ছিল লোকসভায় শেষ দিন অভিনেতা দেবে। লোকসভা অধিবেশনে যোগ দিতে যাওয়ার আগে থেকেই অভিনেতা দেবকে নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। দেবকে নাকি কোন বিজেবি নেতার সঙ্গে বৈঠক করতে দেখা গিয়েছে। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। তারপরেই সংসদ ভবনে অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন তারকা সাংসদ।

গতকাল সংসদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে সংসদে কথা বলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে দেব আর্জি জানিয়েছেন ঘাটালের মানুষ বহু বছর ধরে ঘাটার মাস্টার প্ল্যানের রূপায়ণের অপেক্ষা করছে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তাবয়ান না হওয়ার কারণে সেখানকার বাসিন্দারা বছরের বছর ধরে বন্যার মতো সমস্যা মধ্যে পড়তে হয় তাঁদের।

এরপর ৩ পাতায়

লক্ষ্মীর ভান্ডারের
ভাতা বৃদ্ধি থেকে সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশদের বেতনবৃদ্ধি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লক্ষ্মীর ভান্ডারের ভাতা বৃদ্ধি থেকে সিভিক ভলানিটয়ার, ভিলেজ পুলিশদের বেতনবৃদ্ধি। সঙ্গে রাজ্যের বাইরে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় আনা, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে এককালীন অনুদান দেওয়া বা অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকাদের ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা। লোকসভা ভোটের মুখে বাজেটের ঘোষণায় কার্যত 'কল্পতরু' ভূমিকায় রাজ্য সরকার।বাঁকুড়ার সিপিএমের জেলা সম্পাদক অজিত পতির তোপ, 'ভোটের স্বার্থে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে বাজেটের নামে চমক দেওয়া হয়েছে। দলের হয়ে ভোটপ্রচার করতে বিধানসভাকে ব্যবহার করলেন মুখ্যমন্ত্রী।' বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অমরনাথ শাখাও বলেন, 'দিশাহীন, ভ্রান্ত ও মানুষকে কর্মবিমুখ করার বাজেট। তৃণমূল সরকার কখনও বাস্তবের মাটিতে পা রেখে চলে না।' অভিযোগ উড়িয়ে

এরপর ৩ পাতায়

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমহা রাও-কে
ভারতরত্ন সম্মান দেওয়া হবে : প্রধানমন্ত্রী

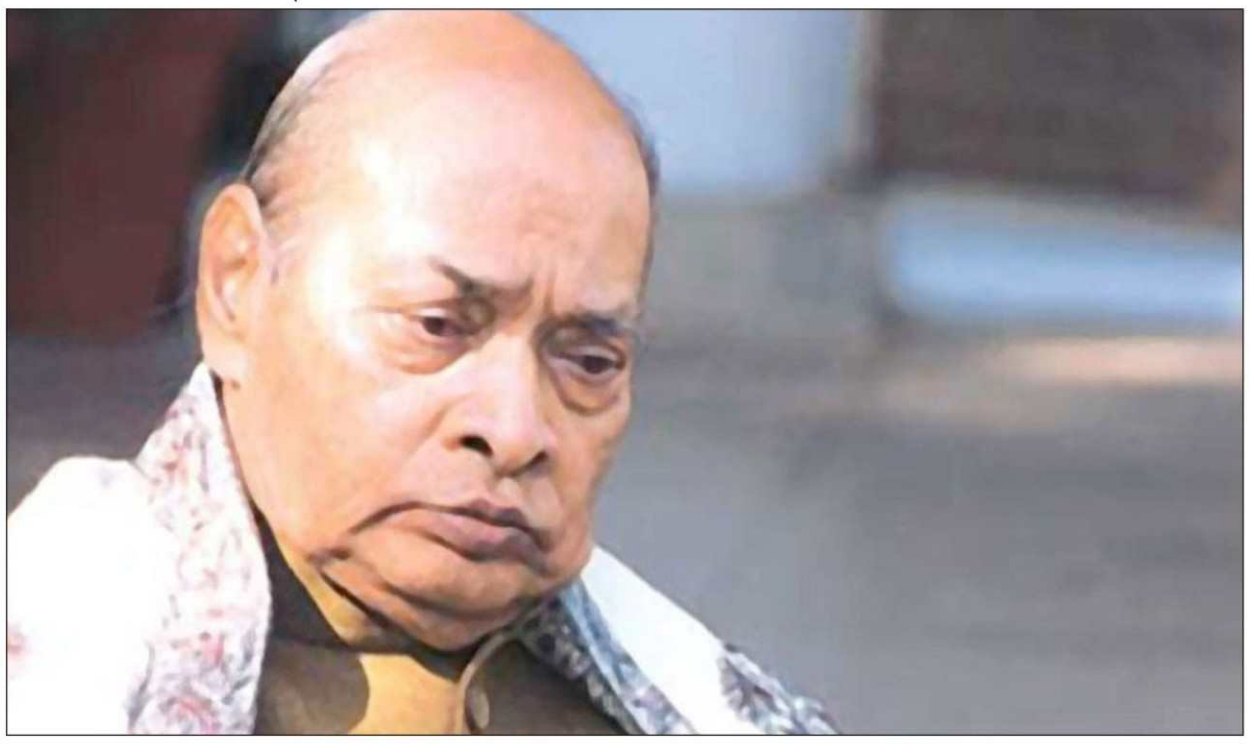

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ জানিয়েছেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরসিমহা রাও-কে ভারতরত্ন সম্মান দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শ্রী নরসিমহা রাও-এর কার্যকালে ভারতকে বিশ্বের বাজারের সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়ার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল এবং তার সুবাদে অর্থনৈতিক বিকাশের প্রশ্নে সূচনা হয় নতুন এক অধ্যায়ের- একথা উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন :

"আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী পি ভি নরসিমহা রাও গারুকে ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হবে।

একজন প্রাজ্ঞ এবং দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে, নরসিমহা রাও গারু ভারতকে নানা ভাবে সেবা করে গেছেন। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সাংসদ এবং বিধায়ক হিসেবেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ভারতকে অর্থনৈতিক প্রশ্নে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের অবদান অনেকখানি, দেশের সমৃদ্ধির ভিত গড়ে উঠেছে তাঁর বিচক্ষণ কর্মপরিচালনায়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শ্রী নরসিমহা রাও-এর কার্যকালে ভারতকে বিশ্বের বাজারের সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়ার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল এবং তার সুবাদে অর্থনৈতিক বিকাশের প্রশ্নে সূচনা হয় নতুন এক অধ্যায়ের। দেশের বিদেশ নীতি, ভাষা এবং শিক্ষা ক্ষেত্র সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর বহুমাত্রিক উত্তরাধিকারে। গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দেশকে দিশা দেখানোর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক এবং বৌদ্ধিক প্রশ্নেও অনন্য অবদান রয়েছে তাঁর।"

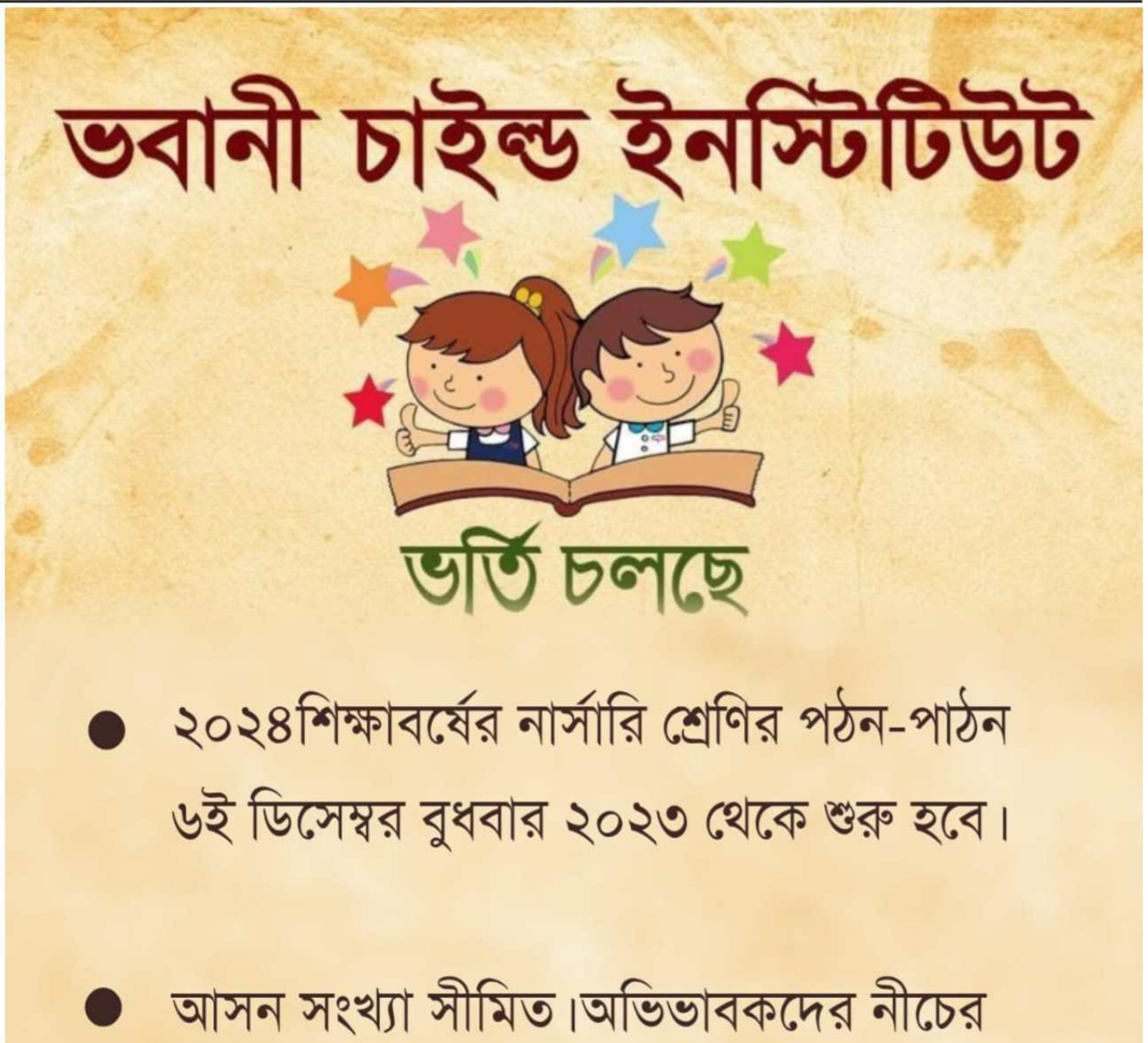

এবার দেশ পেতে চলেছে
নতুন স্থায়ী লোকপাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সব ঠিক থাকলে এবার দেশ পেতে চলেছে নতুন স্থায়ী লোকপাল। সূত্রের খবর, সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এএম খানউইলকার ভারতের পরবর্তী লোকপাল হতে চলেছেন। দুর্নীতি রোধের জন্য তৈরি এই চেয়ারে ২০২২ সালের পর থেকে পূর্ণ সময়ের জন্য কেউ বসেননি। নয়াদিল্লিতে সেন্ট্রাল ভিস্তা এবং নতুন সংসদ ভবন তৈরির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বেশ কয়েকজন সমাজকর্মী এবং পরিবেশবিদ মামলা করেছিলেন। সেই মামলা যে বেঞ্চে ছিল সেই বেঞ্চেরও নেতৃত্বে ছিলেন ততকালীন বিচারপতি এএম খানউইলকার। সেই বেঞ্চের নির্দেশেই সেন্ট্রাল ভিস্তা তৈরির শেষ আইনি বাধাও কেটে যায়। শবরীমালা মামলার বেঞ্চেও ছিলেন তিনি।

বিচারপতি হিসেবে প্রথমে বম্বে হাইকোর্টে দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। পরে হিমাচল প্রদেশের প্রধান বিচারপতি হন তিনি। তারপরে মধ্যপ্রদেশের হাইকোর্টেও প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলেছেন। তারপরে ২০১৬ সালে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি হিসেবে যোগ দেন। লোকপাল নির্বাচনের জন্য বুধবার একটি মিটিং হয়েছিল। উচ্চ-পর্যায়ের সেই কমিটিতে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ,লোকসভার বিরোধী নেতা অধীর চৌধুরী এবং ভারতের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। সেখানেই সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এএম খানউইলকার-এর নামে সিলমোহর পড়েছে বলে সূত্রের খবর।

২০২২ সালের ২৯ জুলাই অবসর নিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের এই বিচারপতি। তাঁর সময়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছিলেন এই বিচারপতি। আর্থিক তছরুপ রোখার আইন এর একাধিক কড়া ধারায় সম্মতি দেওয়া থেকে শুরু করে ২০০২ সালে গুজরাত হিংসা সংক্রান্ত ঘটনায় নরেন্দ্র মোদিকে ক্লিন চিট দেওয়ার বিরোধিতা করে দাখিল পিটিশন খারিজ রয়েছে সেই রায়ের তালিকায়।২০০২ সালে গুজরাতের ঘটা সাম্প্রদায়িক হিংসায় আহমেদাবাদের গুলবার্গ সোসাইটি-কাণ্ডে নিহত হয়েছিলেন ৬৮ জন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কংগ্রেস সাংসদ এহসান জাফরি। সেই ঘটনা নিয়ে তাঁর স্ত্রী জাকিয়া জাফরি এবং সমাজকর্মী তিস্তা শীতলভাদের করা একটি পিটিশন ২০২২ সালে খারিজ করে দেন ততকালীন

এরপর ৩ পাতায়

সন্দেশখালির বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে
পুলিশকে কড়া নির্দেশ মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালির আন্দোলন শুক্রবার তৃতীয় দিনে পড়লো। এদিকে আন্দোলনের নামে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে তা অবিলম্বে রোখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। এরপরই শুক্রবার দুপুর থেকে পুলিশ ও র‍্যাফ বাহিনী টোটো ও সাইকেল ভ্যানে করে গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় প্রবেশ করতে শুরু করে। অন্যদিকে, সন্দেশখালির সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দার সহ ১১৭ জনের বিরুদ্ধে সন্দেশখালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা পরিষদের সদস্য শিবপ্রসাদ হাজরা। তাকে খুনের চেষ্টা, আদিবাসীদের উস্কে আন্দোলন, বেআইনি জমায়েত করে অপরাধ সংগঠিত করা ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের বের করে তাদের হাতে লাঠি ধরিয়ে দেওয়া, শান্ত সন্দেশখালিকে অশান্ত করতে পরিকল্পনা, বারবার মিছিল বিক্ষোভ করে পুলিশকে হেনস্থা করার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন শিবপ্রসাদ হাজরা। অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ উভয় পক্ষের মোট আটজনকে এখনো পর্যন্ত গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে।ধৃতদের শুক্রবার বসিরহাট আদালতে হাজির করা হয়। তবে আন্দোলন কারীদের অভিযোগ শেখ শাজাহান, শিবপ্রসাদ হাজরা ও উত্তম সর্দারকে গ্রেফতার করার বদলে পুলিশ তাদের সঙ্গে গোপন ডেরায় বসে মিটিং করছে। তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রশাসন অবশ্যই এসব অভিযোগের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বলে মনে করছে।গত এক সপ্তাহ ধরে বিদ্বেষ জমছিল গ্রামবাসীদের মধ্যে।সেই বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে বুধবার থেকে। যদিও গোয়েন্দাদের রিপোর্ট অনুযায়ী বহিরাগত মাওবাদীরা সেখানে প্রবেশ করে এবং নকশাল পন্থী নেতারা স্থানীয় সহজ সরল গ্রামবাসীদের নানাভাবে প্রশাসনের বিরুদ্ধে উগ্র করে তোলে।

শুক্রবার সকাল থেকে থমথমে

এরপর ৩ পাতায়

ফুঁসছে সন্দেশখালি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অশান্তি যেন থামছে না সন্দেশখালিতে । কার্যত আগুনের স্তুপের উপর বসে গোটা এলাকা। স্থানীয় শাসক নেতাদের বিরুদ্ধে দফায় দফায় আছড়ে পড়ছে জনরোষ। শাহজাহান ঘনিষ্ঠ শিবু হাজরার একের পর এক পোল্ট্রি ফার্মে আগুন ধরানোর পাশাপাশি তাঁর বাগানবাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দিয়েছে উত্তেজিত জনতা।যদিও গ্রামবাসীদের দাবি, নিরাপরাধ ছেলেদের ধরা হয়েছে। কিন্তু, যারা আসলে দুষ্কৃতী, দিনের পর দিন এলাকায় নির্যাতন করে আসছে তাদের ধরছে না।

পুলিশের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে এক মহিলা বললেন, "যে সব ছেলেরা মা বোনের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদের আগে তুলেছে। আর যারা ১২ বছর ধরে নির্যাতন করে গেল, তাদের গায়ে হাত দিল না পুলিশ। কিন্তু, নিরাপরাধ ছেলেদের তুলে নিয়ে গিয়েছে। এটাই কী প্রশাসনের নিয়ম? সাংবাদিকদের গায়ে হাত দেওয়া হয়েছে। কেন দেবে? পুলিশ তো কিছুই করছে না। ওদের আজকে শাঁখা-চুড়ি পরিয়ে ছেড়ে দেব।"

বেশ কয়েকজনকে আটকও করে পুলিশ। যদিও পুলিশের দাবি, তাঁরা সকলেই দুষ্কৃতী। আটকের ঘটনার পরই যেন আগুন ঘি পড়ে। বিকালেই ফের উত্তেজনা ছড়ায় সন্দেশখালি থানার সামনে। সেখানে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এলাকার মহিলারা। লাঠি-বাঁশ নিয়ে ঘেরা করা হয় সন্দেশখালি থানা। একটাই দাবি, যাঁদের আটক করা হয়েছে তাঁদের ছাড়তে হবে। মোতায়েন বিশাল পুলিশ বাহিনী।

যদিও পুলিশ বলছে, দুষ্কৃতীরা একটা পোল্ট্রি হাউস, একটা বাড়িতে ভাঙচুর করেছে, আগুন লাগিয়েছে। যারা এরকম করছে, যারা উস্কানি দিচ্ছে তাদের ছাড়া হবে না। কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে। কারও কোনও অভিযোগ থাকলে আমাদের জানান। কিন্তু, কেউ আইন হাতে তুলে নিলে ছেড়ে দেওয়া হবে না। এখনও পর্যন্ত ৮ জনকে আটক করা হয়েছে।

মৎস্য ও জলজ চাষ
পরিকাঠামো বিকাশ তহবিল (এফআইডিএফ) এর মেয়াদ বাড়াল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা মৎস্য ও জলজ চাষ পরিকাঠামো বিকাশ তহবিল (এফআইডিএফ) এর মেয়াদ আরও ৩ বছর, অর্থাৎ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে। ইতিমধ্যেই তহবিলের অনুমোদিত পরিমাণ ৭৫২২.৪৮ কোটি টাকা, বাজেট সহায়তা ধরা হয়েছে ৯৩৯.৪৮ কোটি টাকা।

মৎস্য চাষ ও উৎপাদন ক্ষেত্রের পরিকাঠামো জোরদার করতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০১৮-১৯-এ মোট ৭৫২২.৪৮ কোটি টাকার মৎস্য ও জলজ চাষ পরিকাঠামো বিকাশ তহবিল (এফআইডিএফ) গঠন করে। আগের পর্বে, ২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩ সময়কালে এর আওতায় ১২৮ টি পরিকাঠামো প্রকল্প বাবদ ৫৫৮৮.৬৩ কোটি টাকা বিনিয়োগে অনুমোদন দেওয়া হয়। এফআইডিএফের মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে মৎস্য বন্দর, বরফ কল, হিমঘর ব্যবস্থাপনা, মৎস্যজাত পণ্য পরিবহন, আধুনিক মাছের বাজার, মাছের চারা উৎপাদন কেন্দ্র, মৎস্য চাষ সংক্রান্ত অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, জলাশয়ে বেড়া দিয়ে মাছ চাষ, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা ট্রলারের ব্যবস্থা, মাছের রোগ নির্ণয় কেন্দ্র, কোয়ারেন্টিনের ব্যবস্থাপনার মতো পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটবে। এফআইডিএফ, রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং যোগ্য সংস্থাগুলিকে মৎস্য চাষ সংক্রান্ত পরিকাঠামো উন্নয়নে জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (নাবার্ড), জাতীয় সমবায় বিকাশ নিগম (এনসিডিসি) এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাবে।

এরপর ৩ পাতায়

বিজেপিতে যাচ্ছেন দিব্যেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দাদার দেখানো পথে হেঁটেই বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন তমলুকের তৃণমূল সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী? লোকসভা ভোটের আগেই হয়ে যাবে দলবদলের প্রক্রিয়া? জল্পনা চলছিলই। তারমধ্যেই এদিন দিব্যেন্দু সাফ বলে দিলেন, তিনি আর তৃণমূলে থাকতে চান না। বলতে গিয়ে যদিও দলবদল নিয়ে খানিক ধোঁয়াশা বজায় রাখলেন অন্যদিকে এদিন সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করতেই রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায় দিব্যেন্দুকে। তাঁর দাবি, "সাধারণ মানুষ যেভাবে বাংলায় আক্রান্ত, আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারে কেন্দ্রের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা দরকার।" প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে শুভেন্দু অধিকারী ও তাঁর ভাই কাঁথি পুরসভার দু'বারের পুরপ্রধান সৌমেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগদান করেন। কিন্তু বাবা কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারী ও ভাই দিব্যেন্দু ঘাসফুল শিবিরেই থেকে যান।তবে এদিন সংসদ চত্বরে বেশ কিছুক্ষণ বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে ঘোরাঘুরিও করতে দেখা যায় তাঁকে। হাসিমুখে আলিঙ্গনও করেন একে অপরকে। তারপরই চলে যাচ্ছিলেন দুজনে। তখনই ধেয়ে গেল প্রশ্নটা। তাহলে কী শীঘ্রই বিজেপিতে আসছেন দিব্যেন্দু? সুকান্ত শুধু বললেন, "ক্রমশ প্রকাশ্য"।

তবে কি বীতশ্রদ্ধ হয়েই শেষ পর্যন্ত দলবদলের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন দিব্যেন্দু? উত্তরে তিনি বলেন, "আমি বীতশ্রদ্ধ নই। মানসিক যন্ত্রণায় আছি। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চাই।" আর তৃণমূল করবেন না? প্রশ্ন শুনে শুধু দু'দিকে ঘাড় নাড়তে দেখা গেল তাঁকে। বললেন, তৃণমূল কংগ্রেসে থাকব কি না তা ভবিষ্যত বলবে। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি যে এখনও তাঁর শ্রদ্ধা আছে সে কথা জানাতে ভুললেন না। বিজেপিতে যোগদানের প্রসঙ্গ উঠতেই তাঁর অকপট উত্তর, রাজনীতি করতে হবে এমন কোনও ব্যাপার তো নেই। রাজনীতি করলে নিশ্চয় ভাবব। তৃণমূলের কথা কী ভাববেন? তাঁর স্পষ্ট উত্তর, না।

প্রেস কর্নার নিয়ে বিধানসভায়
নতুন নিয়ম, ক্ষুব্ধ শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিধানসভায় বাজেট পেশের পরে নিজের ঘর থেকেই ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী

এরপর ৩ পাতায়

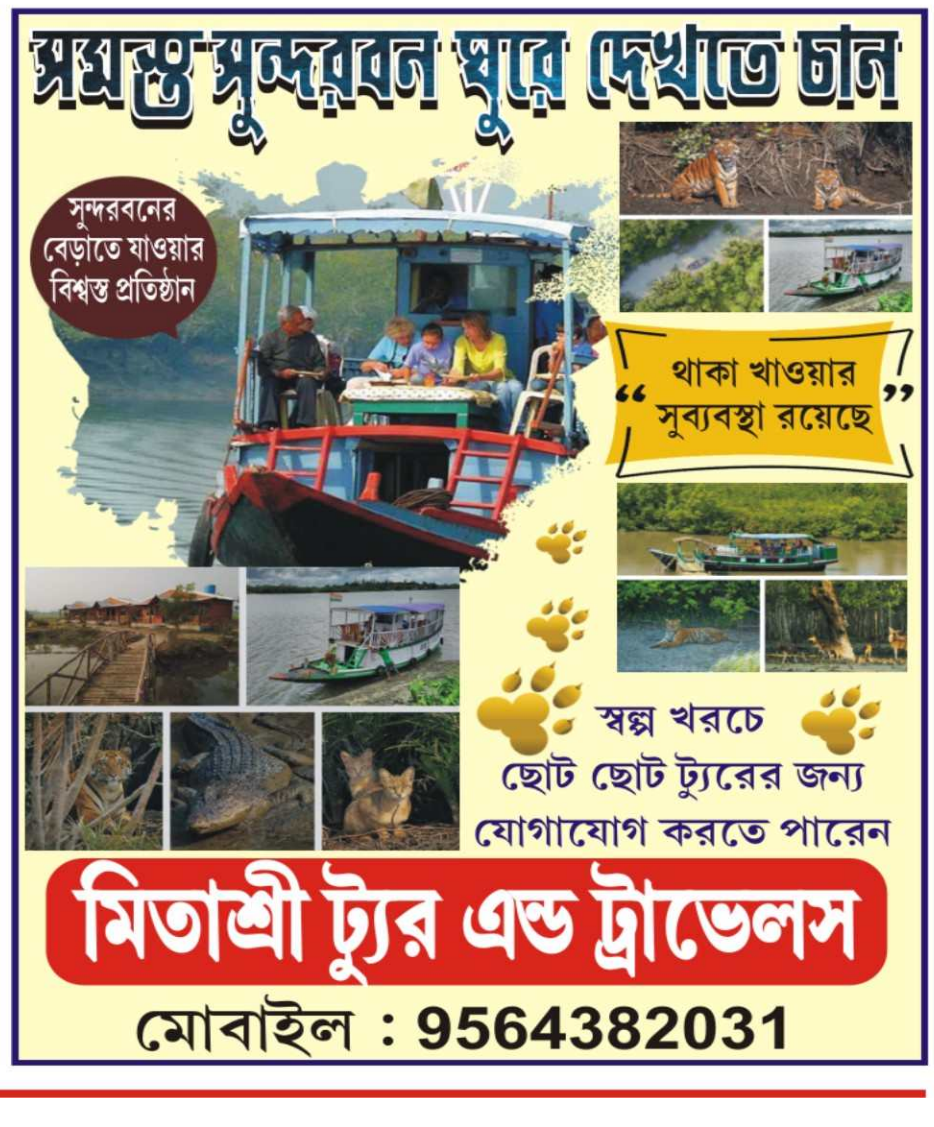

ডঃ এম এস স্বামীনাথন-কে ভারতরত্নে ভূষিত করা হচ্ছে: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে জানিয়েছেন, সবুজ বিপ্লবে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য ডঃ এম এস স্বামীনাথনকে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্নে ভূষিত করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ডঃ স্বামীনাথনের দূরদর্শী নেতৃত্ব কেবল যে ভারতীয় কৃষির রূপান্তর ঘটিয়েছে তাই নয়, দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধিও সুনিশ্চিত করেছে। এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, কৃষি ও কৃষক কল্যাণে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য ভারত সরকার ডঃ এম এস স্বামীনাথনজীকে ভারতরত্নে ভূষিত করছে। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে কৃষিতে স্বনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, ভারতীয় কৃষির আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। একইসঙ্গে, আমরা উদ্ভাবক ও পরামর্শদাতা হিসেবে তাঁর অমূল্য অবদানের কথাও স্মরণ করছি, অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে তিনি শিক্ষা ও গবেষণায় উৎসাহ যুগিয়েছেন। ডঃ স্বামীনাথনের দূরদর্শী নেতৃত্ব কেবল যে ভারতীয় কৃষির রূপান্তর ঘটিয়েছে তাই নয়, দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধিও সুনিশ্চিত করেছে। আমি তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতাম, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও মতামতকে আমি সবসময়েই গুরুত্ব দিয়ে এসেছি"।

টিমোর-লেস্তে-এর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : টিমোর-লেস্তে-এর রাষ্ট্রপতি ডঃ জোস রামোস হোর্তা গান্ধীনগরে আয়োজিত দশম ভাইব্র্যান্ট গুজরাট আন্তর্জাতিক শিখর সম্মেলনে যোগ দিতে ৮-১০ জানুয়ারি ভারত সফরে রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ গান্ধীনগরে রাষ্ট্রপতি হোর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি হোর্তা ও তাঁর প্রতিনিধিদলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। রাষ্ট্রপতি হোর্তা-র এই সফর দুই দেশের মধ্যে সরকারি স্তরে রাষ্ট্রপ্রধানের প্রথম সফর। প্রধানমন্ত্রী ভাইব্র্যান্ট 'দিল্লি-দিলি' যোগাযোগ স্থাপনের বিষয়ে ভারতের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। ২০২৩এর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সেদেশে ভারতীয় দূতাবাস চালুর ঘোষণা করেছিলেন। ক্ষমতাবৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়নে টিমোর-লেস্তে-কে সহায়তা করা হবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তি, ফিনটেক, শক্তি, চিরাচরিত ওষুধ সহ স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং ফার্মা ক্ষেত্রেও ভারত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী টিমোর-লেস্তে-কে আন্তর্জাতিক সৌরজোট (আইএসএ) এবং বিপর্যয় মোকাবিলা পরিকাঠামো জোট (সিডিআরআই)তে যোগদানের আহ্বান জানান। শ্রী মোদী টিমোর-লেস্তে-কে আশিয়ান গোষ্ঠীর একাদশ সদস্য হিসেবে যুক্ত করার সিদ্ধান্তের জন্য রাষ্ট্রপতি হোর্তাকে অভিনন্দন জানান এবং শীঘ্রই এদের পূর্ণ সদস্যের মর্যাদা পাবে বলে আশাপ্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতি হোর্তা শিখর সম্মেলনে অংশ নেওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি স্বাস্থ্য, তথ্যপ্রযুক্তি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর উন্নয়ন যাত্রা চালিয়ে যেতে ভারতের সাহায্য চান। দুই নেতা ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আঞ্চলিক বিষয় এবং সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়েও আলোচনা করেন। রাষ্ট্রপতি হোর্তা রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ভারতের স্থায়ী সদস্য পদের জন্য দৃঢ় সমর্থন জানান। বহুপাক্ষিক ক্ষেত্রে দুই দেশ তাদের সহযোগিতা বজায় রাখবে বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। দুই নেতা ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ শিখর সম্মেলনের দুই পর্বে টিমোর-লেস্তে-র কার্যকর অংশগ্রহণের বিষয়টির প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মতৈক্য গড়ে তোলার বিষয়েও সমন্বয় হয়েছে তাঁরা। ভারত ও টিমোর-লেস্তে-র মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গণতন্ত্র ও বহুত্ববাদের ওপর নির্ভরশীল। ২০০২ সালে টিমোর-লেস্তে-র সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা দেশগুলির মধ্যে অন্যতম প্রথম দেশ ভারত।

আরাবুলের জামিন নাকচ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভাঙড়ের তৃণমূল কংগ্রেস নেতা আরাবুল ইসলামের জামিনের আবেদন নাকচ করল বারুইপুর আদালত। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভাঙড় থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল লালাবাজারে। শুক্রবার আরাবুলকে আদালতে পেশ করা হয়। অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে জামিনের আবেদন করেন তাঁর আইনজীবী। তবে বারুইপুর আদালত তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ করে দেয়। তবে পুলিশের আইনজীবী সওয়াল করেন, খুনের ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে আট মাস পরে। তিন হাজার মানুষ যারা ঘটনাস্থলে ছিল তাদের চালিত করছিলেন আরাবুল। এই ঘটনার তদন্ত হলে অস্ত্র উদ্ধার করা যাবে বলেও তিনি দাবি করেন। দুই পক্ষের সওয়ালজবাবের পরই আরাবুল ইসলামকে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি তৃণমূল নেতাকে আদালতে হাজির করার নির্দেশও দিয়েছে। তবে হেফজতে থাকার সময় আরাবুলের শারীরিক পরীক্ষারও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। পঞ্চায়েত ভোটের সময় আইএসএফ নেতা আইসএফ নেতা খুন হয়েছিল। সেই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা আরাবুলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিন আদালতে আরাবুলের আইনজীবী বলেন, সেই দিন তিন হাজার মানুষের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। এই ঘটনায় প্রায় আট মাস পরে তাঁর মক্কেলকে গ্রেফতা করা হয়েছে। তাঁর আইনজীবীর দাবি ঘটনার সময় ভাঙড় -২ নম্বর বিডিও অফিসে ছিলেন তাঁর মক্কেল। ঘটনার সঙ্গে কোনওভাবেই আরাবুল ইসলাম জড়িত নয় বলেও দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি তাঁর সওয়াল ছিল ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে কেন আরাবুলকে গ্রেফতার করা হয়নি। এদিন আদালতে আরাবুলের আইনজীবী সওয়াল করার সময় বলেন, তাঁর মক্কেল ভীষণ অসুস্থ। দীর্ঘদিন ধরেই চিকিৎসা চলছে। পঞ্চায়েতে ভোটের সময় আরাবুলকেও খুনের চেষ্টা করা হয়েছিল। গাড়িতে বোমা রাখা হয়েছিল। পাশাপাশি তাঁর দাবি কলকাতা পুলিশ উদ্দেশ্যপ্রণোজিতভাবে আরাবুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে। তাঁকে হেফাজতে নিতে চাইছে। তাই তাদের আবেদন খারিজ করা হয়। তিনি আরও বলেন, অস্ত্র উদ্ধারের নামে আরাবুলকে ইচ্ছেকৃতভাবে হয়রানিও করা হয়েছে।

২ পাতার পর

এবার দেশ পেতে চলেছে নতুন স্থায়ী লোকপাল

বিচারপতি এ এম খানউইলকার-এর নেতৃত্বে থাকা ডিভিশন বেঞ্চ। বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল যে ওই পিটিশনের কোনও ভিত্তি নেই, স্রেফ উত্তাপ জিইয়ে রাখার জন্য তা করা হয়েছিল। তারপরের দিনই আহমেদাবাদ ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন তিস্তা শীতলভাদ। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে তাঁর অবসর নেওয়ার ঠিক আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় রায় দিয়েছিল তাঁর নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ। Prevention of Money Laundering Act-এর অত্যন্ত কড়া ধারাগুলিতে সম্মতি দিয়েছিল সেই বেঞ্চ। তল্লাশি, বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা, গ্রেফতার করার ক্ষমতা, সম্পত্তি অ্যাটাচ করার মতো ক্ষমতা দেওয়ার ধারা নিয়ে মামলা ছিল সেটি।

২ পাতার পর

মৎস্য ও জলজ চাষ পরিকাঠামো বিকাশ তহবিল (এফআইডিএফ) এর মেয়াদ বাড়াল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

সুদের হার ৫% - এর নীচে না হলে ভারত সরকার ১২ বছর মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ৩% ছাড় এবং ২ বছর ঋণ পরিশোধ স্থগিত রাখার সুবিধাও দিচ্ছে। বিভিন্ন সংস্থা, কৃষক এবং সমবায়গুলিকে ঋণ-বন্ধক সংক্রান্ত সুবিধাও দেওয়া হবে পশু পালন এবং দুগ্ধ উৎপাদন দফতরের পরিকাঠামো বিকাশ তহবিলের মাধ্যমে। এই সব সুবিধা পাবে বিভিন্ন রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, রাজ্যের নিগম ও সংস্থা, মৎস্য চাষ সমবায় সংগঠন, বিভিন্ন সমবায়, পঞ্চায়েতে প্রতিষ্ঠান, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, অসরকারি সংগঠন, মহিলা চালিত উদ্যোগ এমনকি বেসরকারি সংস্থাগুলিও। এফআইডিএফ-এর আওতায় আগের পর্বেই ২৭ টি প্রকল্পের রূপায়ণের সুবাদে ৮১ হাজারেরও বেশি মাছ ধরা ট্রলার ও নৌকোর জেটি তৈরি হয়েছে। এর ফলে সমুদ্র ও জলাশয় থেকে তোলা মাছের পরিমাণ বেড়েছে ১.০৯ লক্ষ টন। উপকৃত হয়েছে ৩.৩ লক্ষ মৎস্য চাষ কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট নানা পক্ষ। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে ২.৫ লক্ষ মানুষের। এফআইডিএফের মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে মৎস্য উৎপাদন ও চাষে সামিল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলি বিশেষ ভাবে উপকৃত হবে। মৎস্য চাষ ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত বিকাশের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মৎস্যসম্পদ যোজনা এবং কিষাণ ক্রেডিট কার্ড কর্মসূচিও জোরদার হবে এর কল্যাণে।

২ পাতার পর

সন্দেশখালির বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে কড়া নির্দেশ মমতার

বসিরহাটের সন্দেশখালি। এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে গিয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত থানা চত্বরে ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। রাতে আন্দোলন বিক্ষোভ রেশ কিছুটা স্তিত হলেও দিনের আলো ফুটতেই সকাল থেকে ফের একে একে আদিবাসীরা জড়ো হন আন্দোলন করার জন্য। শয়ে শয়ে মহিলারা লাঠি, ঝাঁটা হাতে নিয়ে সন্দেশখালি থানার সামনে জড়ো হন। যতক্ষন পর্যন্ত সন্দেশখালি ব্লক সভাপতি শিবপ্রসাদ হাজরা ও জেলা পরিষদের সদস্য উত্তম সরদারকে গ্রেফতার না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের এই আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন বিক্ষোভরত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। গোয়েন্দারা দাবি করছে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে মাওবাদী সংগঠন সহ নকশালপন্থী বিভিন্ন ছাত্র নেতারা। একই সঙ্গে বিরোধী দল হিসেবে বিজেপি ও সিপিএমের মদত রয়েছে যথেষ্ট।

১-ম পাতার পর

প্রকাশ্যে দুর্নীতি নিয়ে মুখ খুলেছেন দেব

অভিনেতা দেব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি যেন ঘাটালের মানুষের স্বার্থে যেন ঘাটালের মাস্টার প্ল্যান যেন কার্যকর করা হয়। সেই সঙ্গে তিন নরেন্দ্র মোদীকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। সংসদ ভবন থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছিলেন দেব। তিনি বলেছিলেন এখন রাজনীতি হচ্ছে সেটা একেবারেই তিনি মেনে নিতে পারছেন না। এই রাজনীতি থেকে দূরেই থাকতে চান তিনি। সামনের লোকসভা নির্বাচনে তিনি লড়বেন কিনা সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়ে দিয়েছেন। দেবের বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগও উঠেছিল। কয়লাপাচারের টাকা দিয়ে তিনি ছবি তৈরি করছেন বলে অভিযোগ করেছিলেন বিজেপি নেতা হিরণ। এমনকী ইডি কয়লা পাচার কাণ্ডে দেবকে ডেকে জেরাও করেছিল কয়েকবার। তারপরে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা বলেন দেব।

১-ম পাতার পর

লক্ষ্মীর ভান্ডারের ভাতা বৃদ্ধি থেকে সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশদের বেতনবৃদ্ধি

তৃণমূলের বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরূপ চক্রবর্তীর যদিও দাবি, 'বাজেটের পরে ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনি হচ্ছে। বিরোধীরা কুপোকাত! বিজেপি ধনপতিদের হয়ে আর তৃণমূল যে গরিব মানুষের হয়ে কাজ করে, তা প্রমাণ হয়ে গেল।' এই প্রেক্ষিতে বিরোধীদের কটাক্ষ, নির্বাচনের বৈতরণি পার হতেই 'জনমোহিনী' বাজেট করা। তৃণমূল পাল্টা রাজ্য বাজেটকে সাধারণের স্বার্থরক্ষার বাজেট বলে দাবি করছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে সাধারণ জাতিভুক্ত মহিলারা মাসিক ৫০০ টাকা এবং তফসিলি জাতি ও জনজাতিভুক্ত মহিলারা এক হাজার টাকা করে ভাতা পান। এ দিনের বাজেটে ওই ভাতা বাড়িয়ে যথাক্রমে এক হাজার টাকা ও বারোশো টাকা করার ঘোষণা হয়েছে। রঘুনাথপুর শহরের তরুণী টুম্পা রায় বলেন, 'পাঁচশো টাকায় হাতখরচ চলে যেত। টুকিটাকি কেনাকাটাও হত। ভাতা দ্বিগুণ হল। ভালই লাগছে।' সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশদের বেতন এক হাজার টাকা বাড়ানোর ঘোষণা রয়েছে বাজেটে। তাঁদের মধ্যে থেকে রাজ্য পুলিশে কাজের সুবিধা দেওয়ার 'কোটা' ১০ থেকে বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করা হয়েছে। পুলিশে কাজের সুযোগ বৃদ্ধির ঘোষণাকে অত্যন্ত ইতিবাচক দিক হিসেবে দেখলেও বেতনবৃদ্ধিতে অখুশি অনেকে। রঘুনাথপুর মহকুমা এলাকার এক সিভিক ভলান্টিয়ারের কথায়, 'থানার অন্য পুলিশকর্মীদের মতোই কাজ করতে হয় আমাদের। অথচ বেতনের ফারাক অনেকটা। বেতন আরও বাড়লে ভাল হত।' বাঁকুড়ার সিভিক ভলান্টিয়ারদের একাংশও বেতন বৃদ্ধি নিয়ে ক্ষোভ জানান। পাশাপাশি, পোর্টালে নাম থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের আওতায় এনে ভিন রাজ্যেও তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব আছে বাজেটে। তা নিয়ে বেঙ্গালুরুতে কর্মরত আড়শার এক পরিযায়ী শ্রমিক নন্দলাল মাহাতোর প্রশ্ন, 'স্বাস্থ্যসাথী কার্ড তো থাকবে বাড়িতে। সে ক্ষেত্রে কি আমাদের মতো ভিনরাজ্যে কাজ করা শ্রমিকদের জন্য আলাদা করে কার্ডের ব্যবস্থা করা হবে?' পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিককল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম বলেন, 'স্বাস্থ্যবিমার ঘোষণায় পরিযায়ী শ্রমিকেরা খুবই উপকৃত হবেন। কারণ অর্থের অভাবে অনেকে অসুস্থ হলেও যথাযথ চিকিৎসা করাতে পারেন না।' এ দিকে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির অধিকাংশই ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দের বদলে ব্যাঙ্ক থেকে বিনা সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা হলে বেশি সুবিধা হত বলে মনে করছে। সাঁতুড়ির একটি গোষ্ঠীর কর্মকর্তা মিতা সেনের কথায়, 'কোনও প্রকল্পের কাঁচামাল কিনতেই ওই টাকা খরচ হয়ে যাবে। তার চেয়ে বিনা সুদে ঋণের ব্যবস্থা হলে বেশি সুবিধা হত।' চড়া দরের জিনিসপত্রের বাজারে মাত্র পাঁচশো টাকা ভাতা বৃদ্ধিতে বিশেষ সুবিধা দেখছেন না অঙ্গনওয়াড়ির সহায়িকারাও। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স এন্ড হেল্পার্স ইউনিয়ন'-এর বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক চায়না কর্মকার বলেন, '৫০০ টাকা ভাতা বাড়িয়ে কিছু হবে না। আমাদের দাবি, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের সরকারি কর্মী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া-সহ ন্যূনতম ৩৫ হাজার টাকা বেতন দিতে হবে। সেই দাবি থেকে সরছি না।' বাজেটের পক্ষে, বিপক্ষে নানা মত উঠে এলেও তৃণমূলের জেলা সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়ার দাবি, 'প্রান্তিক মানুষের স্বার্থরক্ষার এই বাজেটে উপকৃত হবেন সমস্ত শ্রেণির মানুষই।' এ দিকে, বাজেটের ঘোষণা পূরণের বাড়তি টাকা আসবে কোথা থেকে আসবে, প্রশ্ন তুলছেন বিজেপির রাজ্য নেতা বিদ্যাসাগর চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'এমনিতেই ঋণে জর্জরিত রাজ্য সরকার। তার পরে এত ভাতা, বেতন বৃদ্ধির টাকা রাজ্য পাবে কোথা থেকে, বাজেটে তার স্পষ্ট কোনও উল্লেখ নেই। রাজ্য আরও ঋণ নিয়ে ঋণের বোঝা আরও বাড়াবে।' অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকাদের ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে তারাই আন্দোলন করছেন মনে করিয়ে সিপিএমের জেলা সম্পাদক প্রদীপ রায়ের দাবি, আমাদের আন্দোলনের ফলেই নির্বাচনের আগে এটা হল। ভাল কথা। তবে এ সব করেও লোকসভা নির্বাচনে শেষরক্ষা হবে না।'

২ পাতার পর

প্রেস কর্নার নিয়ে বিধানসভায় নতুন নিয়ম, ক্ষুব্ধ শুভেন্দু

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভার প্রেস কর্নারেও তা সরাসরি সম্প্রচারিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওই সময় প্রেস কর্নারেই সাংবাদিক বৈঠক করছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শাসকদল তৃণমূলের অভিযোগ, শুভেন্দুর সাংবাদিক বৈঠকের কারণেই মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের সরাসরি সম্প্রচারে অসুবিধা হয়েছে। শুক্রবার সকাল থেকেই বন্ধ ছিল বিধানসভার প্রেস কর্নার। বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে প্রেস কর্নার ব্যবহার নিয়ে নতুন নিয়মের কথা জানিয়ে দেন বিধানসভার অধ্যক্ষ। তিনি জানান, অধিবেশনের সময় স্পিকারের অনুমতি না নিয়ে বিধানসভার প্রেস কর্নার ব্যবহার করা যাবে না। অনুমতি থাকলেও ৪৫ মিনিটের বেশি সাংবাদিক বৈঠক করা যাবে না। স্পিকারের এই ঘোষণার বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। বিজেপির বক্তব্য, রাজ্যের শাসকদল বিরোধী দলের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে। তার পরই বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ জানায় তৃণমূলের পরিষদীয় দল। পরিষদীয় দলের তরফে কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অরূপ বিশ্বাস এবং ইন্দ্রনীল সেন।

৪ পাতার পর

শনিবার রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের ধন্যবাদ মিছিল, হতাশায় ডুবে পদ্মকর্মীরা

যাচ্ছে। একই সঙ্গে বেতন বেড়েছে Civic Volunteer, Village Police, Green Police, চুক্তিভিত্তিক Group-C ও Group-D কর্মীদেরও। বেতন বাড়ছে রাজ্য সরকারের নানা দফতরে কাজ করা IT Workers-দেরও। এমনকি এদের সকলের অবসরকালীন ভাতা ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। বেতন বাড়ছে মিড ডে মিলের রাঁধুনিদেরও। একই সঙ্গে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদেরও আরও ৪ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতাও দেওয়া হচ্ছে। গতকাল রাজ্য বাজেটে এইসবই ঘোষিত হয়েছে। আর তাই যিনি বলেছিলেন 'বাজেটে চমকে যাবেন সবাই', সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই ধন্যবাদ জানাতে আগামিকাল অর্থাত শনিবার রাজ্যজুড়ে প্রতিটি ব্লকে ব্লকে, প্রতিটি পুরসভাতে মিছিল করবে তৃণমূল কংগ্রেস। আর তৃণমূলের এই বাজেট উচ্ছ্বাসে চূড়ান্ত হতাশায় ডুবে গিয়েছে পদ্মশিবিরের কর্মীরা। কেননা তাঁদের মোদি সরকারও তো তাঁদের কোনওদিন এতকিছু দেয়নি।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ০৪০ সংখ্যা ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ শনিবার ২৬ মাঘ, ১৪৩০

সমাজের অনেক সাংবাদিক ত্যাগী, নির্লোভ ও সৎ তাদের নিরাপত্তা নেই আজও!

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

আমাদের দেশে পেশা হিসেবে সাংবাদিকতার মর্যাদা, নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার ভীত অনেক দুর্বল। সাংবাদিক পেশার সঙ্গে যারা যুক্ত, তাদের ভূত-ভবিষ্যৎ যেন অনিশ্চয়তার আঁধারে হাবুডুবু খাচ্ছে। কারণ এ পেশাটির সামাজিক দায়িত্ব অন্যসব পেশার চেয়ে অনেক বেশি এবং ঝুঁকিপূর্ণ হলেও পেশাদারিত্বের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তাহীন। দেশে প্রিন্ট, টেলিভিশন, অনলাইনসহ অনেক সংবাদমাধ্যম থাকলেও চাকরির বাজারে সাংবাদিকদের বেকারত্বের ঝুঁকিটি থেকেই যাচ্ছে।আজকের যুগের সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নেই, সাংবাদিকতার সাথে সাথে কেউ শিক্ষক আবার কেউ ব্যাবসা করে, সেখানে ও নিরাপত্তা নেই।প্রাইভেট স্কুলে চাকরি করে এমন অনেক সাংবাদিক আছে, তাদেরকে ও চাকরি থেকে সরিয়ে দিচ্ছে স্কুল কমিটির সম্পাদক নিজে থেকেই।ব্যাক্তিগত ক্ষোভ মেটানো হচ্ছে এই ভাবে। সাংবাদিকরা সত্য কথা বলে বলে তাদের চাকরিতে নিরাপত্তা নেই,জীবনের ও কোনো নিরাপত্তা নেই?আজ এই নিয়ে আমার লেখার বিষয় বস্তু!আমার লেখার মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও দেশের প্রধানমন্ত্রীকে সাংবাদিকদের পাশে থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। দেশে দেশেই সাংবাদিকরা আজ নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে আছেন। এই ঝুঁকি ক্রমশই বাড়ছে। সময়ের সঙ্গে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এসেছে নানা পরিবর্তন, সেই সঙ্গে নিরাপত্তা ঝুঁকি নানা মাত্রা পেয়েছে। গণমাধ্যম নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। পথপরিক্রমায় গণমাধ্যম এখন ডিজিটাল যুগে। তথ্যের অবাধ প্রবাহে তথ্য বিপ্লব ঘটেছে।তবে আজও সাংবাদিককে প্রকাশ্যে হেনস্তা করে তার মাস্তানি প্রকাশ করেছে। সাংবাদিক পেটানোর ঘটনা পুলিশের নতুন নয়। সুযোগ পেলেই পুলিশ সাংবাদিকদের ওপর ঝাল মেটায়। সাংবাদিকতা করতে গিয়ে সাংবাদিকদের পুলিশের বিরুদ্ধে হরহামেশাই লিখতে হয়। আর তাতেই ক্ষেপেন পুলিশের অসৎ কর্মকর্তারা। আর যখই কোন সুযোগ মিলে তা কাজে লাগান তারা।পেশার মানোন্নয়ন ও পেশার স্বার্থে সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, একজন সাংবাদিককে কোনো রকম আক্রমণ মানে পেশাকে আক্রমণ, পেশাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা, পেশাকে ছোট করা। নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। নিজের পেশার মানুষকে ছোট করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিছু ছড়িয়ে দেওয়ার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কাদা ছোড়াছুড়ি না করে পেশার মর্যাদা রাখতে হবে। পেশাগত কারণে আর কোনো সাংবাদিককে যেন হত্যা, হামলা বা হুমকির সম্মুখীন হতে না হয় সে জন্য সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। গণমাধ্যমকর্মী, সুশীল সমাজ এবং সরকারকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায়। কারণ মুক্ত গণমাধ্যমের জন্য প্রয়োজন সাংবাদিকের নিরাপত্তা। আর মুক্ত গণমাধ্যম একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য।তবেই সরকার গণমাধ্যম সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখার কথা বললেও দেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হওয়ার ঘটনা বাড়ছে। দিন দিন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে সাংবাদিকতা পেশা। দেশি-বিদেশি কয়েকটি সংস্থার গত ৫ বছরের প্রকাশিত প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর ও সাংবাদিক আক্রান্ত হওয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করে এ চিত্র পাওয়া গেছে। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কখনো পুলিশ, কখনো সরকারি দলের কর্মীদের হামলার শিকার হচ্ছেন সাংবাদিকরা। সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায়ের কঠোর সমালোচনা ও প্রচ্ছন্ন হুমকির ঘটনায় গণমাধ্যমে স্বনিয়ন্ত্রণ (সেলফ সেন্সরশিপ) আরোপের ঘটনাও বাড়ছে।সংবাদপত্র, সাংবাদিক, সাংবাদিকতা বিষয়ে দেশের বেশিরভাগ মানুষেরই স্বচ্ছ ধারণা নেই। সাংবাদিক মানেই ধান্ধাবাজ, প্রতারক, ব্ল্যাকমেইলার ও ভীতিকর ব্যক্তি এমন ধারণাই পোষণ করে দেশের গরিষ্ঠ মানুষ। প্রকৃত সাংবাদিকরা এর কোনোটাই নন। সাংবাদিকতা একটা মহান পেশা। এটা শুধু পেশা নয়, একজন সাংবাদিক এ সেবায় থেকে মানুষকে সেবা দিতে পারেন। দেশের কিছু অসৎ সম্পাদক, সাংবাদিক অর্থের বিনিময়ে সারা দেশে নানা অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের সাংবাদিকতার পরিচয়পত্র দিয়ে এ পেশার সম্মানহানি করছেন। এরা সাংবাদিক নন। সাংবাদিক নামধারী 'সাংঘাতিক'। সাংবাদিকতার কল্যাণে মুহূর্তের মধ্যে সংবাদ চলে আসে জনসাধারণের দোরগোড়ায়। আর এসব সংবাদ পৌঁছে দিতে প্রিন্টিং ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা তাদের সর্বোচ্চ মেধা, শ্রম, দায়িত্ব ও আন্তরিক সেবা নিয়োগ করেন। এসব তথ্য ও অসঙ্গতি তুলে ধরে যেমন দেশের নাগরিকদের তাদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলেন, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্টদেরও বাধ্য করেন সঠিক পথ অনুসরণ করে সঠিক কাজটি করতে। এর ফলে অনেক সাংবাদিকই হয়ে ওঠেন অশুভ চক্রের চক্ষুশূল। সংবাদ সংগ্রহ ও উপস্থাপনকারীর জীবন হয়ে ওঠে বিপন্ন। দেশের সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালন নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। সাংবাদিকদের মূল্যায়ন সমাজে নেই বললেই চলে। পাশাপাশি নিরাপত্তা ঝুঁকি তো রয়েছেই। সমাজের অনেক সাংবাদিক ত্যাগী, নির্লোভ ও সৎ। তারা মানবকল্যাণে, সমাজকল্যাণে নিয়োজিত রয়েছেন। এই দিকটিও সরকারকে আমলে নিতে হবে। সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও হত্যা বন্ধ করা না গেলে সৎ, মেধাবী, যোগ্য, তথ্যপ্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা এখন যে মিডিয়াতে আসছেন, তারা নিরুৎসাহিত হবেন। এমনিতেই সাংবাদিকদের পেশাগত নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা নেই, তার ওপর যদি কর্তব্য পালন করতে গিয়ে তাদের জীবনঝুঁকি বেড়ে যায় কিংবা তারা হামলা-হত্যার শিকার হন তাহলে কিভাবে সাংবাদিকতা পেশা বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে?ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এন্ড অল এডিটর এসোসিয়েশন রাজ্যের সহ সম্পাদীকা ভগবতী সরদার/সরকার মনে করি, সাংবাদিকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে আজও পর্যন্ত সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তো দূরের কথা, কোন সাংবাদিক হত্যাকান্ডেরই বিচার হয়নি। পথেঘাটে যদি পুলিশ সাংবাদিকদের পেটায় তা হলে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বলে আর কিছু থাকে না। বিষয়টি সরকারকে এখনই ভাবতে হবে। আমলে নিতে হবে সাংবাদিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি।জীবনের নিরাপত্তা ও চাকরির নিশ্চয়তার দাবি তুলেছেন দেশের ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এন্ড অল এডিটর এসোসিয়েশন! বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রভাবশালী ও দুর্নীতিবাজ চক্রের হাতে নিগৃহীত হতে হয়। এটাও এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতা। সাম্প্রতিক সময়ে এটা বেড়েছে। আশির দশকে স্বৈরাচারের আমলে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য সাংবাদিকরা নানাভাবে আক্রান্ত হয়েছেন। সাংবাদিকরা বহুমুখী নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে দায়িত্ব পালন করছেন উল্লেখ করে তারা বলেন এই পেশা ঝুঁকির পেশা। পরিসংখ্যান তুলে ধরে তারা বলেন ২০১৫ সালে বিশ্বে ৭১ জন সাংবাদিক খুন হয়েছেন। এর মধ্যে বাংলাদেশে খুন হয়েছেন কমপক্ষে ৩ জন সাংবাদিক। এর আগে ২০০৬ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বিশ্বে ৬৮০ জন সাংবাদিক হত্যার শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে বিচার হয়েছে মাত্র ৬ শতাংশের। বাকি ৯৪ শতাংশ হত্যাকান্ড দায়মুক্তির পর্যায়ে চলে গেছে বলে মন্তব্য করেন তারা। সাংবাদিক হত্যা এবং তার বিচার না হওয়ার যে সংস্কৃতি বহমান তা থেকে বেরিয়ে আসতে কাজ করছে ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এন্ড অল এডিটর এসোসিয়েশন!

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সম্পাদকীয়

হিংসায় তছনছ উত্তরাখণ্ডের হলদোয়ানি, মৃত্যু একাধিক

সরকারি জমি বেদখলের অভিযোগ ছিল। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সেই জমি বেদখল করতে গিয়ে তুমুল অশান্তি ছড়াল উত্তরাখণ্ডের হলদোয়ানিতে। পুলিশের সঙ্গে বারবার সংঘর্ষের ঘটনায় ঝরল প্রাণ। দুই পক্ষ মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত আহতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে আড়াইশো। গোটা শহরে কার্ফু জারি করা হয়েছে, দুষ্কৃতী তাণ্ডব রুখতে দেখা মাত্র গুলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গোটা এলাকায়।ঘটনার দিকে নজর রেখেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিংহ ধামি । গোটা এলাকায় সবরকম ভাবে নিয়ন্ত্রণ বজায় করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে ওই এলাকা শান্ত করার জন্য।

প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে আপাতত পরিস্থিতি নাগালের মধ্যেই রয়েছে। একাধিক ভিডিও ফুটেজের দিকে নজর রাখছে পুলিশ। কারা আসন দোষী, কারা হামলা চালিয়েছিল, কাদের ইন্ধনে এমন ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখে বের করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। কোনও গুজবে কান না দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে পুলিশের তরফে। বন্ধ রাখা হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা।

উত্তরাখণ্ডের হলদোয়ানিতে সরকারি জমি দখল করে মাদ্রাসা ও মসজিদ তৈরি করার অভিযোগ ছিল। তা তুলতে পদক্ষেপ করছিল সরকার। তা নিয়ে চাপা উত্তেজনা ছিল। ওই নির্মাণ বেআইনি বলে ঘোষণা করে প্রশাসন। তারপরে আদালতের নির্দেশ নিয়ে ওই দুই নির্মাণ ভাঙতে এলাকায় পৌঁছয় পুলিশ-প্রশাসনের বড় দল। তখনই ছড়িয়ে পড়ে হিংসা। স্থানীয় বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ পাল্টা পুলিশের উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। সেই সংঘর্ষ ঘিরেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হলদোয়ানির বনভুলপাড়া এলাকা।রিপোর্ট অনুয়ায়ী, স্থানীয়দের একাংশের হামলায় একাধিক পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন। ঝামেলায় মাঝে পড়ে আক্রান্ত হয়েছেন সাংবাদিকরাও। পুলিশকর্মী, পুরসভার কর্মীদের লক্ষ্য করে লাগাতার পাথর ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় একের পর এক গাড়ি-বাইকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিপুল সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন রাখা হয়েছে ওই এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে দেহরাদূন ,হরিদ্বার ও উধম সিংহ নগরে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। অশান্তি যাতে না ছড়ায় তার জন্য কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে প্রশাসনের তরফে। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে এলাকায়।

শনিবার রাজ্যজুড়ে

তৃণমূলের ধন্যবাদ মিছিল, হতাশায় ডুবে পদ্মকর্মীরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলেছিলেন 'বাজেটে চমকে যাবেন সবাই!' বাস্তবেও তেমনটাই দেখা গেল। চমকে গেল গোটা বাংলা। বেড়ে গিয়েছে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা। যারা এতদিন মাসে ৫০০ টাকা করে পেতেন, তাঁরা এপ্রিল মাস থেকে পাবেন ১০০০ টাকা করে। যারা পেতেন ১০০০ করে তাঁরা পাবেন ১২০০ টাকা করে।কার্যত ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকেই বাংলার বুকে বিজেপি বাড়বাড়ন্ত শুরু যা চূড়ান্তে ওঠে উনিশের ভোট থেকে। সেই নির্বাচনে বাংলার ১৮টি লোকসভা কেন্দ্র দখল করেই বিজেপি আওয়াজ তুলেছিল 'আব কে বার ২০০ পার'। বাংলার মানুষ কিন্তু একুশের ভোটে সেই শ্লোগানকে আর বাস্তবায়িত হয়ে উঠতে দেয়নি। উনিশের ভোটে বাংলার বুকে যে বিজেপি ১৩৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে লিড তুলেছিল, তাঁরাই একুশের ভোটে দৌড় শেষ করেছিল মাত্র ৭৭টি আসন পেয়ে। তারপর থেকেই বাংলার মাটিতে ধারাবাহিক ভাবে চলছে বিজেপির শক্তিক্ষয়। সব নির্বাচনে ধারাবাহিক পরাজয়ের পাশাপাশি দলের নেতাকর্মী থেকে সাংসদ, বিধায়ক, সকলের দলত্যাগ চলছে। অনেকেই বসে যাচ্ছেন। কোনও ভাবেই এই সব নেতাকর্মী সমর্থককে সক্রিয় করতে পারছে না পদ্মশিবির। এই অবস্থায় এবছরের রাজ্য বাজেট তৃণমূলের নেতাকর্মী থেকে সমর্থক সবাইকে চূড়ান্ত ভাবে উৎসাহিত করে তুলেছে ২৪'র ভোটের জন্য। কিন্তু বাংলার বিজেপি কর্মীদের হাতে কিছুই নেই। একদিকে তৃণমূল যখন ফুটছে, বাংলার বিজেপি তখন হতাশায় ডুবে

এরপর ৩ পাতায়

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দ্যাখো, একটি তৃতীয় বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছে। এই লিঙ্গটি কী? কোথা থেকেই বা এল? এসো, এর আদি ও অন্ত অনুসন্ধান করে দেখি। তুমি রাজহংসের রূপ ধারণ করে উপরে উঠে যাও। আমি বরাহের রূপ ধারণ করে নিচের দিকে যাচ্ছি।' এই প্রস্তাবে ব্রহ্মা রাজি হলেন। তিনি শ্বেত রাজহংসের রূপ ধরে উপরে উড়ে গেলেন। বিষ্ণু শ্বেতবরাহের রূপ ধরে নিচে নেমে গেলেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

একই সিনেমায় টাবু-কারিনা-কৃতি শ্যানন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লেডিজ অ্যান্ড জেনেটলম্যান, আমি আপনাদের ক্যাপ্টেন কথা বলছি। আজকের উড়ানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমাদের ক্রু আপনাদের খেয়াল রাখবেন। কিন্তু আপনারা দয়া করে চোলি টাইট করে বেঁধে রাখুন যাতে আপনাদের হৃদয় বাইরে না বেরিয়ে আসে। সম্প্রতি অন্তর্জালে মুক্তি পেয়েছে 'দ্য ক্রু' সিনেমার টিজার। আর সেই ভিডিওতেই একজন পুরুষের কণ্ঠে শোনা যায় এমনই এক সংলাপ। টিজারের প্রথমে একে একে ফুটে উঠতে দেখা যায় সিনেমার তিন অভিনেত্রীর নাম। কয়েকটি বিমান উড়ে এসে টিজারে লিখে দেয় কারিনা কাপুর, টাবু এবং কৃতি শ্যাননের নাম।

নায়িকাদের নামের সঙ্গে বাজতে থাকে 'চোলি কে পিছে কেয়া হ্যায়' গানটির ধুন। এরপরই পর্দায় একে একে ফুটে ওঠে তিন নায়িকার ছবি। পরনে বিমানসেবিকার লাল পোশাক, হাতে ধরা ট্রলি। যদিও তাদের কারও মুখ এই ভিডিওতে দেখা যায়নি। শেষে দেখা যায় সিনেমার মুক্তির তারিখ ২৯ মার্চ।

টিজার মুক্তির পর থেকেই সিনেপ্রেমীদের আগ্রহ পৌঁছেছে তুঙ্গে। ধুঁকতে থাকা এয়ারলাইন ইন্ডাস্ট্রির প্রেক্ষাপটে তৈরি কমেডি ড্রামা ঘরানার সিনেমা 'দ্য ক্রু'। তিন নারী, যারা কাজের মাধ্যমে নিজেদের জীবন চালানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের জীবনের গতি অন্যদিকেই মোড় নেয়, যার ফলে তারা ধীরে ধীরে মিথ্যার জালে জড়িয়ে পড়েন। এমনই গল্প নিয়ে নির্মাতা রাজেশ কৃষ্ণন নির্মান করেছেন এই সিনেমাটি।

এ ছাড়াও কারিনা কাপুর তার ইনস্টাগ্রামে 'দ্য ক্রু'র টিজার পোস্ট করে লিখেছেন, তৈরি হয়ে যান, পপকর্ন রেডি রাখুন। আর পরিবেশনার জন্য প্রস্তুত হন। দ্য ক্রিউ এই মার্চে মুক্তি পাচ্ছে প্রেক্ষাগৃহে।

গ্র্যামিতে ইতিহাস গড়লেন টেলর সুইফট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গ্র্যামিতে ইতিহাস গড়েছেন মার্কিন পপ সুপারস্টার টেলর সুইফট। চতুর্থবারের মতো 'অ্যালবাম অব দ্য ইয়ার' ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জিতেছেন তিনি। টেলর সুইফট তার অ্যালবাম 'মিডনাইটস' এর জন্য এই পুরস্কার জিতেন। চারবার 'অ্যালবাম অব দ্য ইয়ার' পুরস্কার জিতে স্টিভি ওয়ান্ডার, পল সাইমন ও ফ্রাঙ্ক সিনাত্রার রেকর্ড ভেঙে দিলেন সুইফট। এছাড়াও এবারের বেস্ট পপ ভোকাল অ্যালবামের পুরস্কারও জিতেছেন টেলর সুইফট।

অনুভুতি ব্যাক্ত করে সুইফট জানিয়েছেন এই সম্মান পেয়ে তিনি রোমাঞ্চিত। গান লেখা ও গাওয়ার মাধ্যমে তিনি যে পরিপূর্ণতা অনুভব করেন এর জন্য তিনি আনন্দিত। তার কথায় 'এটি আমাকে আন্দোলিত করে তোলে। আমি চাই, এটা চলুক।'

তিনি আরও বলেন, 'এই পুরস্কার আমাকে ভাসিয়ে দিয়েছে। যারা আমাকে ভোট দিয়েছে, এটা তাদেরও আনন্দিত করবে।'

এবারের গ্র্যামির মঞ্চ থেকে নতুন অ্যালবামের ঘোষণাও দেন টেলর। তিনি জানিয়েছেন, আগামী ১৯ এপ্রিল 'দ্য টর্চারড পোয়েটস ডিপার্টমেন্ট৷ প্রকাশ করবেন তিনি। তার কথায় 'আমি গত দুই বছর ধরে আপনাদের কাছে গোপন রেখেছি এমন একটি গোপন কথা বলে আমি ভক্তদের ধন্যবাদ জানাতে চাই।

জাকিরের হাত ধরে দুই বিভাগে গ্র্যামি জিতলো ভারত

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বছরের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সঙ্গীত পুরস্কার 'গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড ২০২৪'। ৪ ফেব্রুয়ারি '৬৬তম বার্ষিক গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড'-এর মূল অনুষ্ঠানটি লস অ্যাঞ্জেলসের ক্রিপ্টো ডটকম এরেনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ বছর গ্র্যামির মঞ্চে 'বেস্ট গ্লোবাল মিউজিক অ্যালবাম' শিরোপা পেয়েছে ভারতীয় ব্যান্ড শক্তির অ্যালবাম দিস মোমেন্ট। এই ব্যান্ডের গায়ক শংকর মহাদেবন। একসময় ব্রেথলেস গেয়ে যিনি গোটা বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছিলেন। শক্তির তবলাবাদক জাকির হোসেন। ভারতীয় সংগীতকে পাশ্চাত্যে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যারা পথিকৃৎ, জাকির তাদের মধ্যে অন্যতম। শক্তি ব্যান্ডে বেহালা বাজান গণেশ রাজাগোপালন। তালবাদ্যে জাকির হোসেনের সঙ্গে সংগত করেন ভি সেলভাগণেশন। এই পুরো দলটির হাতেই উঠে এসেছে গ্র্যামির শিরোপা।

২০২৩ সালে তৈরি হয়েছিল শক্তির দিস মোমেন্ট অ্যালবামটি। সর্বমোট আটটি কম্পোজিশন আছে এতে। এদিন গ্র্যামির মঞ্চে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন শংকর মহাদেবন। সমস্ত সম্মান তিনি উৎসর্গ করেছেন তার স্ত্রীকে।

এখানেই শেষ নয়। গ্র্যামির বেস্ট গ্লোবাল মিউজিক পারফরম্যান্সের শিরোপাও এসেছে ভারতে। উস্তাদ জাকির হোসেন তৈরি করেছিলেন পাশতো কম্পোজিশন। সেই পাশতোই এবার এই শিরোপা পেয়েছে। ফলে জাকির হোসেন দুইটি গ্র্যামি জিতে নিয়েছেন এ বছর। এই পাশতো কম্পোজিশনে বাঁশি বাজিয়েছেন রাকেশ চৌরাসিয়া। রাকেশ বিশিষ্ট বংশীবাদক হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়ার ভাইপো। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার গ্র্যামি পুরস্কারে সম্মানিত হলেন রাকেশ। আর জাকির হোসেনের কাছে এই নিয়ে তৃতীয়বার গ্র্যামি পুরস্কার এলো।

বিশ্বের প্রথম সারির শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। সেখানেই ভারতীয় পাঁচ শিল্পীর নাম ঘোষণা হয়।

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন কবীর সুমন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী কবীর সুমন। তার বাড়ি ফেরার খবর জানিয়েছেন কবীর সুমনের ঘনিষ্ঠজন মনীষা দাশগুপ্ত। বর্তমানে তিনি আগের চেয়ে সুস্থ বলে জানা গেছে।

মনীষা দাশগুপ্ত তার ফেসবুকে লিখেছেন, 'কবীর সুমন আজ হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন। সুস্থ আছেন। সবাইকে ধন্যবাদ।'

প্রসঙ্গত, গত ২৯ জানুয়ারি শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন কবীর সুমন। সেদিন বেলা ৩টার দিকে এক ফেসবুক পোস্টে এ খবর জানিয়েছেন সংগীতশিল্পী কবীর সুমনের ঘনিষ্ঠজন মনীষা দাশগুপ্ত। এমন খবরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন শিল্পীর অনুরাগীরা। এরপর কবীর সুমন নিজেই তার অসুস্থতার খবর জানিয়ে ভক্তদের চিন্তা করতে বারণ করলেন। ফেসবুকে কবীর সুমন লেখেন, 'শ্বাসকষ্ট নিয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছি। শিগগির সেরে উঠব, চিন্তা করবেন না।'

গত বছরের নভেম্বরে চার দিনের বাংলা খেয়াল কর্মশালা উপলক্ষে সর্বশেষ ঢাকায় আসেন কবীর সুমন। এর আগে ২০২২ সালের অক্টোবরে ঢাকায় এসেছিলেন তিনি। তার প্রথম আধুনিক গানের অ্যালবাম 'তোমাকে চাই' প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে। বাংলা গানের গতিপথ বদলে দেওয়া এই অ্যালবাম প্রকাশের ৩০ বছর পূর্ণ হয় ২০২২ সালে। এ উপলক্ষে ঢাকায় 'তোমাকে চাইয়ের ৩০ বছর উদ্যাপন' শিরোনামে গানের অনুষ্ঠানে অংশ নেন এই গায়ক।

অমিতাভ-রানির 'ব্ল্যাক' ওটিটিতে আসছে ১৯ বছর পর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আজ থেকে ১৯ বছর আগে ২০০৫ সালে মুক্তি পেয়েছিল সঞ্জয় লীলা বানসালি পরিচালিত এবং অমিতাভ বচ্চন ও রানি মুখার্জী অভিনীত 'ব্ল্যাক' সিনেমাটি। মুক্তির পর সবচেয়ে প্রশংসিত চলচ্চিত্র হয়ে উঠে এটি। জাতীয় পুস্কারপ্রাপ্ত সিনেমাটি মুক্তির দীর্ঘ ১৯ বছর পর স্ট্রিমিং জায়ান্ট নেটফ্লিক্সে প্রকাশ হতে চলেছে। ব্ল্যাকের ১৯তম বার্ষিকী উপলক্ষে সিনেমাটির নির্মাতা ও টিম ব্ল্যাক-এর ওটিটি রিলিজের সিদ্ধান্ত নেয়।

৪ ফেব্রুয়ারি স্ট্রিমিং জায়ান্ট নেটফ্লিক্স তাদের এক্স (টুইটার) অ্যাকাউন্টে সঞ্জয় লীলা বানসালি পরিচালিত ব্ল্যাকের মুক্তি ঘোষণা করেছে। ব্ল্যাকের অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনও এক্সে (টুইটার) বিষয়টি শেয়ার করেছেন ভক্তদের উদ্দেশ্যে। অমিতাভ নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, ব্ল্যাক মুক্তির ১৯ বছর হয়ে গেছে এবং আজ আমরা নেটফ্লিক্সে এটির প্রথম ডিজিটাল রিলিজ উদযাপন করছি। দেবরাজ এবং মিশেলের যাত্রা আমাদের সকলের জন্য একটি অনুপ্রেরণা এবং আমরা আশা করছি এটি আপনাদেরও শক্তি এবং সমবেদনায় অনুপ্রাণিত করবে।

২০০৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্ল্যাক প্রেক্ষাগৃহে সেভাবে সাড়া ফেলতে না পারলেও দর্শক সমালোচকদের মন জয় করে নেয়। সিনেমাটি সেরা ফিচার ফিল্মসহ ৩টি বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পায়। অমিতাভ বচ্চন সেরা অভিনেতা হিসেবে জাতীয় পুরস্কার ঘরে তোলেন। এছাড়াও সে বছর ফিল্মফেয়ারে ১১টি মনোনয়ন পেয়ে সবকটিতে পুরস্কার জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করে 'ব্ল্যাক'।

অমিতাভ ও রানি মুখার্জি ছাড়াও সিনেমাটিতে আরো অভিনয় করেছেন আয়েশা কাপুর, নন্দনা সেন, শেরনাজ পাটেল ও ধৃতিমান চ্যাটার্জি।

মেসি না খেলায় আয়োজকদের উপর হতাশ হংকং

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : হংকং সফরে আর্জেন্টাইন সুপার স্টার লিওনেল মেসির অনুপস্থিতি আয়োজকদের দারুন হতাশ করেছে। প্রাক-মৌসুমে আগের চার ম্যাচে জয়ী হতে ব্যর্থ ইন্টার মিয়ামি রবিবার স্বাগতিক হংকংকে ৪-১ গোলে হারালেও তা মেসি ভক্তদের মোটেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এমনকি ম্যাচের শেষে মিয়ামি মালিক ডেভিড বেকহ্যাম ও কোচ জেরার্ডো মার্টিনোকে দুয়ো ধ্বনিও শুনতে হয়েছে। খোদ হংকং সরকার মেসির অনুপস্থিতিতে আয়োজকদের উপর দারুণ ক্ষুব্ধ হয়েছে। হ্যামস্ট্রিং ইনজুরির কারণে বেশ কিছুদিন ধরেই সমস্যায় ভুগছেন আটবারের ব্যালন ডি'অর বিজয়ী মেসি। রবিবার যে কারণে মিয়ামির হয়ে তিনি মাঠে নামেননি। শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে অবশ্য মার্টিনো মেসির খেলার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। হংকংয়ের প্রীতি ম্যাচটিতে মার্টিনো বদলী বেঞ্চে রেখেছিলেন সাবেক বার্সেলোনা তারকা সার্জিও বুসকুয়েটস, লুইস সুয়ারেজ ও জোর্দি আলবাকেও। আর তাতেই হতাশ সমর্থকরা চিৎকার করে টিকেটের অর্থ ফেরত দেওয়ার দাবি জানায়। হংকং সরকার বলেছেন আয়োজক টালটার এশিয়ার কাছ থেকে তারা অর্থ কেটে রাখবেন। মেজর স্পোর্টস ইভেনটস কমিটিকে (এমএসইসি) এই ম্যাচ আয়োজনের জন্য হংকং সরকার ১৫ মিলিয়ন হংকং ডলারের সাথে ভেন্যুর জন্য আরও এক মিলিয়ন ডলার দিয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'মেসি না খেলায় আয়োজকদের উপর দারুণ হতাশ হয়েছে ফুটবল সমর্থকরা। এজন্য আয়োজকদের অবশ্যই সকলের কাছে জবাবদিহী করতে হবে। আয়োজনের শর্তানুযায়ী মেসিকে না খেলানোর জন্য তাদের কাছ থেকে অর্থও কেটে রাখা হবে।'

আয়োজক কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানিয়েছে, তারা আশা করেছিল মেসি ও সুয়ারেজ দু'জনেই মূল দলে খেলবেন। কিন্তু তা না হওয়ায় তারাও হতাশ। এমনকি তাদের না খেলার বিষয়টি আগে থেকে কেউই জানত না। মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট তাদেরকে আনফিট ঘোষণা করেছে।' মার্টিনো জানিয়েছেন ইনজুরির ঝুঁকি থেকে বাঁচতে তাদেরকে খেলানো হয়নি।

আইসিসির মাস সেরা দৌড়ে

অভিষেক সিরিজের সেরা শামার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আইসিসি প্লেয়ার অব দ্য মান্থ অ্যাওয়ার্ডে জানুয়ারির জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন অভিষেক টেস্ট সিরিজে সেরার পুরস্কার জয় করা ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসার শামার জোসেফ।

শামারের সাথে আছেন ইংল্যান্ডের ওলি পোপ ও অস্ট্রেলিয়ার জশ হ্যাজেলউড।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সর্বশেষ দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজে অভিষেক হয় শামারের। অ্যাডিলেডে সিরিজের প্রথম টেস্টে বোলিংয়ে এসেই প্রথম ডেলিভারিতে ১শর বেশি টেস্ট খেলা স্টিভেন স্মিথকে আউট করেন তিনি। অভিষেকে উইকেট নেওয়ার পর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি শামারকে। টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৯৪ রানে ৫ উইকেট নেন এই ডানহাতি পেসার। দুর্দান্ত বোলিংয়ের পাশাপাশি লোয়ার অর্ডারে গুরুত্বপূর্ণ ৫১ রান করেন শামার। তারপরও দলের হার এড়াতে পারেননি তিনি।

কিন্তু ব্রিজবেনে দিবা-রাত্রির দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে একাই ধসিয়ে দেন শামার। পায়ে ব্যাথানাশক ইনজেকশন নিয়ে অবিশ্বাস্য বোলিং পারফরমেন্সে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ২৭ বছর পর টেস্ট জয়ের স্বাদ পায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৮ রানে ৭ উইকেট নেন শামার। ম্যাচে ৮ উইকেট নিয়ে সেরা খেলোয়াড় হন তিনি। দুই ম্যাচে ৫৭ রান ও ১৩ উইকেট নিয়ে সিরিজ সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেন শামার। এমন পারফরমেন্সের সুবাদে মাস সেরার মনোনয়ন পান এই পেসার।

ভারতের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচ টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯৬ রানের অসাধারণ ইনিংস খেলেন ইংল্যান্ডের ব্যাটার পোপ। যার সুবাদে ভারতকে ২৩১ রানের টার্গেট দিয়ে নাটকীয়ভাবে ম্যাচ জিতে ইংল্যান্ড।

গেল মাসে ৩টি টেস্ট খেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার পেসার হ্যাজেলউড। ১৯ উইকেট শিকার করে মাস সেরার দৌড়ে নাম তুলেছেন হ্যাজেলউড। পাকিস্তানের বিপক্ষে সিডনি টেস্টে ৫টি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অ্যাডিলেডে ৯টি এবং ব্রিজবেনে ৫ উইকেট নেন হ্যাজেলউড।

নারীদের বিভাগে মাস সেরার দৌড়ে মনোনয়ন পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বেথ মুনি ও অ্যালিসা হিলি এবং আয়ারল্যান্ডের অ্যামি হান্টার।

সঙ্গী হিসেবে কাকে

স্বপ্নে দেখেন, জানালেন বাবর

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বর্তমান ক্রিকেটবিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় নাম বাবর আজম। দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলে আরও বড় হতে চান পাকিস্তানি তারকা। তাই নিজের দক্ষতা বাড়াতে বাবর অনুসরণ করেন ক্রিকেটের সাবেক বড় তারকাদের।

সম্প্রতি ভক্তদের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক আন্তক্রিয়ায় যুক্ত হন বাবর। সেখানে নিজের বেশকিছু আবেগঘন মুহূর্তের কথা স্মরণ করেন তিনি। প্রথমে বাবর তার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে অভিষেকের সময়কে মনে করেন। অধিনায়ক হওয়ার মুহূর্তকেও তার ক্যারিয়ারের অন্যতম আবেগময় বলে জানান। একই সঙ্গে বিশ্বকাপে জিম্বাবুয়ের কাছে হেরে যাওয়ার বাবরের কাছে সবচেয়ে হৃদয়বিদারক মুহূর্ত।

আলাপ চলাকালে এক ভক্ত বাবরের কাছে জানতে চান, কার সঙ্গে ব্যাট করার স্বপ্ন দেখেন বাবর। অর্থ্যাৎ কাকে ব্যাটিং সঙ্গী হিসেবে চান বাবর। সোজা-সাপ্টা উত্তর দিলেন পাক ক্রিকেটারের। জানালেন, দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক এবিডি ভিলিয়ার্সের সঙ্গে ব্যাট করতে চান তিনি।

বাবর বলেন, 'এবি ডি ভিলিয়ার্স সবসময়ই আমার স্বপ্নের ব্যাটিং সঙ্গী। আমি তার বিপক্ষে খেলেছি কিন্তু তার সঙ্গে খেলতে পারি নি।'

সেই আলাপে যোগ দিয়ে পাকিস্তানি তারকা ক্রিকেটারের উত্তরে জবাব দিলেন ডি ভিলিয়ার্সও। প্রোটিয়া ব্যাটার জানান, বাবরের সঙ্গে ব্যাট করাটা তিনিও পছন্দ করতেন।

বাবরের কাভার ড্রাইভ ভক্তদের খুব পছন্দের। আর সেটা হবেই না কেন? বাবরের কাভার ড্রাইভ যে আসলেই দুর্দান্ত; চোখে তাক লাগানোর মতোই। তবে বাবরের কাছে কোন ক্রিকেটারের কাভার ড্রাইভ পছন্দের সেটিই জানতে চান ভক্তরা।

জুভেন্টাসকে হারিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করল ইন্টার মিলান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দুই শিরোপা প্রত্যাশীর লড়াইয়ে ব্যবধান গড়ে দিল একটি মাত্র গোল, সেটাও আবার আত্মঘাতী। তারপর ম্যাচ শেষে ইন্টার মিলানের সেই ট্রেডমার্ক উদযাপন। সবাই একসঙ্গে গ্যালারির দিকে এগিয়ে দর্শক অভিবাদনের জবাব দেওয়া। সমর্থকদের সঙ্গে তাদের আনন্দ-উল্লাস যেন থামেই না! এত উচ্ছ্বাসের কারণ জুভেন্টাসকে হারিয়ে যে লিগ টেবিলে ৪ পয়েন্টে এগিয়ে গেল সিমোনে ইনজাগির দল।

মিলানের সান সিরোয় ০৪ ফেব্রুয়ারি রাতে সেরি আর টেবিলের শীর্ষ দুই দলের লড়াইয়ে জুভেন্টাসের ডিফেন্ডার ফেদেরিকো গাত্তির আত্মঘাতী গোলে জিতেছে ইন্টার। দুই দলই চলতি মৌসুমে লিগে একটি ম্যাচ হেরে এই লড়াইয়ে মাঠে নেমেছিল। দ্বিতীয় হারের স্বাদ পেল জুভেন্টাস। লিগে টানা দুই ম্যাচে জয়হীন রইল মাস্সিমিলিয়ানো আল্লেগ্রির দল। টানা পাঁচ জয়ের পর গত রাউন্ডে এম্পলির সঙ্গে ১-১ ড্র করেছিল তারা। অন্যদিকে, দারুণ এক স্মৃতি ফেরাল ইন্টার। ২০০৭ সালের পর এই প্রথম সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এক পঞ্জিকাবর্ষে নিজেদের প্রথম ৬ ম্যাচে জিতল তারা। এর মধ্যে জাল অক্ষত রাখল সবশেষ চার ম্যাচে।

ঘরের মাঠে শুরুতে জুভেন্টাসকে চেপে ধরে ইন্টার। পঞ্চম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে হেনরিখ মিখিতারিয়ানের শট একজনের পায়ে লেগে বাইরে যায়। অষ্টাদশ মিনিটে ভালো একটি সুযোগ হারান ফেদেরিকো দিমারকো। বাঁজামাঁ পাভার্দের ক্রস দূরের পোস্টে পেয়ে ভলিতে পাশের জালে বল মারেন ইতালিয়ান ডিফেন্ডার।

২৫তম মিনিটে ডিফেন্ডার গ্লেইসন ব্রেমেরের দৃঢ়তায় বেঁচে যায় জুভেন্টাস। দিমারকোর দারুণ পাস বক্সে খুঁজে পায় মার্কাস থুরামকে। পেছন থেকে দারুণ ট্যাকলে দলকে বিপদমুক্ত করেন ব্রেমের। ৩২তম মিনিটে সুযোগ নষ্ট করেন জুভেন্টাসের দুসান ভ্লাহোভিচ। ওয়েস্টন ম্যাককেনির পাস বক্সে ফাঁকায় পেয়ে নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেননি সার্বিয়ান ফরোয়ার্ড। ৩৭তম মিনিটে ভাগ্যের ছোঁয়ায় এগিয়ে যায় ইন্টার। ডান দিক থেকে নিকোলো বারেল্লার ক্রসে বক্সে ওভারহেড কিকের চেষ্টায় পারেননি পাভার্দ, ছয় গজ বক্সে নিচু হয়ে হেডের চেষ্টায় ব্যর্থ হন থুরামও, তার সঙ্গেই থাকা গাত্তির বুকে লেগে তাদের জালেই বল জড়ায়।

দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম ১০ মিনিটে সুযোগ তৈরি করতে পারেনি কেউ। ৫৬তম মিনিটে সতীর্থের পাস ধরে বক্সে ঢুকে লক্ষ্যভ্রষ্ট নেন দিমারকো। দুই মিনিট পর হাকান কালহানোগলুর দারুণ শট পোস্টের বাইরের দিকে লাগে। ৬৩তম মিনিটে জুভেন্টাসের ভ্লাহোভিচের ওভারহেড কিক উড়ে যায় ক্রসবারের ওপর দিয়ে। চার মিনিট পর বক্সের বাইরে থেকে গাত্তির জোরাল শট পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে যায়।

৬৯তম মিনিটে দারুণ সেভে ব্যবধান বাড়তে দেননি ভয়চেখ স্ট্যাসনি। দিমারকোর ক্রসে দূরের পোস্টে বারেল্লার ভলি পা দিয়ে ঠেকান পোলিশ গোলরক্ষক। নির্ধারিত সময়ের তিন মিনিট বাকি থাকতে আরেকটি দুর্দান্ত সেভ করেন স্ট্যাসনি। ডেনজেল ডামফ্রিসের পাস বক্সে ফাঁকায় পান মার্কো আর্নাতোভিচ। এই অস্ট্রিয়ান ফরোয়ার্ডের প্রচেষ্টা আটকে দেন স্ট্যাসনি। ২২ ম্যাচে ১৮ জয় ও ৩ ড্রয়ে ইন্টারের পয়েন্ট হলো ৫৭। তাদের চেয়ে এক ম্যাচ বেশি খেলে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে জুভেন্টাস। ইন্টারের সমান ২৩ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে এসি মিলান।

২০২৬ বিশ্বকাপ ফাইনাল

নিউ ইয়র্কের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ২০২৬-এর ১৯ জুলাই পুরুষদের ফুটবল বিশ্বকাপ ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে নিউ ইয়র্কের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে।

বিশ্ব ফুটবলের মহারণ শুরু হবে ওই বছরের ১১ জুন। ২০২৬ সালে দীর্ঘ একমাস আটদিন ধরে ৪৮টি দেশকে নিয়ে হবে পুরুষদের ফুটবল বিশ্বকাপের আসর।

মেক্সিকো, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রে বসবে এই ফুটবল বিশ্বকাপের আসর। এই প্রথম তিন দেশে ফুটবল বিশ্বকাপ হবে। এই প্রথমবার ৪৮টি দলকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে এই প্রতিযোগিতা। মোট ম্যাচ হবে ১০৯টি।

তবে ফাইনাল কোথায় হবে তা নিয়ে নিউ ইয়র্ক ও ডালাসের মধ্যে প্রবল লড়াই হয়েছে। তবে শেষ হাসি হেসেছে নিউ ইয়র্ক/নিউ জার্সি। সেখানে মেটলাইফ স্টেডিয়ামেই ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। ফিফার প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এই ঘোষণা দিয়েছেন।

ইনফান্তিনো বলেছেন, এতগুলো দেশকে নিয়ে, এত সংঘাতময় পুরুষদের বিশ্বকাপ ফুটবল আর স্বপ্ন নয়, তা বাস্তবে পরিণত হবে ২০২৬ সালে। ১৬টি স্টেট অব আর্ট স্টেডিয়ামে ১০৯টি ম্যাচ হবে। মেক্সিকোতে উদ্বোধনী ম্যাচ থেকে শুরু করে নিউ ইয়র্ক/নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে ফাইনাল পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতাই হবে গেম চেঞ্জিং টুর্নামেন্ট। শুধু নতুন রেকর্ড হবে তাই নয়, তৈরি হবে এক নতুন ঐতিহ্য।

আটলান্টা ও ডালাসে সেমিফাইনাল খেলা হবে। তৃতীয় স্থান নির্ধারণকারী ম্যাচ হবে মায়ামিতে। কোয়ার্টার ফাইনাল হবে লস এঞ্জেলেস, কানসাস সিটি, মায়ামি ও বস্টনে।

তিনটি দেশের ১৬টি শহরে বিশ্বকাপের ম্যাচ হবে। তবে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ হবে আমেরিকায়।

১৯৯৪ সালের পুরুষদের বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর বসেছিল আমেরিকায়। সেবার লস এঞ্জেলেসের কাছে পাসাডেনার রোস বোলে ফাইনাল হয়।

নিউ ইয়র্কেও পুরনো স্টেডিয়ামে সেবার ম্যাচ হয়েছিল। তবে সেই স্টেডিয়াম ভেঙে ফেলা হয়েছে। ২০১০ সালে মেটলাইফ স্টেডিয়ামের উদ্বোধন হয়েছে। হাডসন নদীর ধারে এই স্টেডিয়ামে ৮২ হাজার ৫০০ আসন রয়েছে।

তবে মেক্সিকোর অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামও একটা রেকর্ড করবে। ১৯৭০, ১৯৮৬-এর পর তৃতীয়বারের জন্য এখানে বিশ্বকাপের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

কোহলি-ব্যাডম্যানকে ছাড়িয়ে গেলেন উইলিয়ামসন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : এই মুহূর্তে আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে রয়েছেন কেন উইলিয়ামসন। কেন তিনি আইসিসি টেস্ট ব্যাটারদের তালিকায় সবার উপরে রয়েছেন তার প্রমাণ দিলেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক এই অধিনায়ক। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম দিনেই দুর্দান্ত এক সেঞ্চুরি করলেন। এই নিয়ে টেস্ট ক্যারিয়ারের ৩০তম শতরান করলেন কিউই অধিনায়ক। এই টেস্ট সেঞ্চুরির সুবাদে কিউয়ি তারকা উইলিয়ামসন টপকে গিয়েছেন অজি কিংবদন্তি ডন ব্যাডম্যান এবং বিরাট কোহলিকে।

৩৩ বছর বয়সী কেন উইলিয়ামসন টেস্ট ক্যারিয়ারের ৩০তম শতরানে পৌঁছাতে নেন ২৪১টি বল। ব্যাডম্যান এবং বিরাটের রয়েছে ২৯টি করে শতরান। দেশের মাটিতে এই নিয়ে ১৭টি সেঞ্চুরি করলেন কেন উইলিয়ামসন। ক্যারিয়ারের ৯৭তম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে ৩০তম শতরান করলেন কিউয়ি সুপারস্টার উইলিয়ামসব। এর আগে ৯৬টি টেস্টে উইলিয়ামসন করেছিলেন ৮২৬৩ রান।

বিশ্ব ক্রিকেটের ফ্যাব ফোর বলে পরিচিত বিরাট কোহলি, স্টিভ স্মিথ, কেন উইলিয়ামসন এবং জো রুট। টেস্টে এই ফ্যাব ফোরের মধ্যে সেঞ্চুরির দিক থেকে শীর্ষে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান তারকা স্টিভ স্মিথ। তিনি টেস্টে ৩২টি সেঞ্চুরি করেছেন। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক জো রুট এবং কেন উইলিয়ামসনের টেস্ট শতরান রয়েছে ৩০টি করে। আর বিরাটের নামে রয়েছে ২৯টি টেস্ট শতরান।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR